দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ২৩ AUG 2007 পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

তদন্ত কমিশনের কাজ শুরু

ঢাবি অনির্দিষ্টকাল বন্ধ থাকায় সাক্ষ্য পেতে অসুবিধা হবে॥ চেয়ারম্যানের আশঙ্কা

স্টাফ রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত অপ্রীতিকর ঘটনায় গঠিত এক সদস্যের বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন মঙ্গলবার থেকে আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু করেছে। প্রথম দিন তদন্ত কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লোক প্রশাসন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ। তিনি মঙ্গলবার দুপুর ২টায় শুরু করে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত কাকরাইল সেন্ট্রাল সার্কিট হাউসে স্থাপিত কমিশন দফতরে হাজির হয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। দীর্ঘক্ষণ তিনি কমিশনের সামনে হাজির হয়ে ঘটনার ব্যাপারে কথা বলেছেন। আজ বুধবার আবারও তিনি কমিশনে গিয়ে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। এছাড়া ঘটনাস্থল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকায় তদন্তে সাক্ষ্য পেতে অসুবিধা বা তদন্ত কাজ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন কমিশনের চেয়ারম্যান সাবেক বিচারপতি হাবিবুর রহমান খান।

কমিশন চেয়ারম্যান বলেন, ঘটনাস্থল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বেশির ভাগ প্রত্যক্ষ-

(২ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

ঢাবিতে শিক্ষার্থী ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যকার অপ্রীতিকর ঘটনা তদন্তে সেন্ট্রাল সার্কিট হাউসে বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে তদন্ত শুরু -জনকণ্ঠ

তদন্ত কমিশনের

(প্রথম পাতার পর)

পরোক্ষ সাক্ষী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক। তাই তিনি মনে করেন, বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকাবস্থায় তদন্ত কাজ হলেই ভাল হতো। তবে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার কথা সরকারকে না বললেও তদন্তে অসুবিধার কথা জানাবেন কমিশন চেয়ারম্যান। মঙ্গলবার প্রথম সাক্ষ্য দিতে আসা অধ্যাপক নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ বলেন, ঘটনা বর্ণনা করেছি। একাংশের বর্ণনা দিয়েছি। আজ বেলা ১১টায় আবারও কমিশন দফতরে গিয়ে ঘটনার ব্যাপারে আরও কথা বলার কথা জানিয়েছেন।

এছাড়া চেয়ারম্যান বলেছেন কমিশন দফতরে কেউ সাক্ষ্য দিতে এসে যেন হয়রানির শিকার না হয় এ ব্যাপারটিও খেয়াল রাখার চেষ্টা করা হবে। কেউ তাদের এখানে সাক্ষ্য দিতে এসে বা সাক্ষ্য দিয়ে ফিরে যাওয়ার সময় যেন কোন হয়রানির শিকার না হয় এ ব্যাপারে তিনি সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন। যে কেউ নির্ভয়ে কমিশন দফতরে এসে সাক্ষ্য দিতে পারবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে দু'জন শিক্ষক ইতোমধ্যে গ্রেফতার হয়ে রিমান্ডে আছেন তাঁদের সঙ্গে ছাড়াও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করবেন কমিশন।

গতকাল আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরুর প্রথম দিনই কমিশন দফতরে এসে চেয়ারম্যান সাবেক বিচারপতি হাবিবুর রহমান খান খোলামেলাভাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে কমিশনের কাজ নিয়ে কথা বলেছেন। কিভাবে কাজ করবেন সে পরিকল্পনার কথাও তিনি জানিয়েছেন। এ সময় প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের কাছে তিনি সহযোগিতাও চেয়েছেন। তিনি জানান, তদন্তের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়া হবে। কখন কিভাবে ঘটনার সূত্রপাত, ঢাবির খেলার মাঠ ছাড়াও অন্য কোন যোগসূত্র আছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হবে। ঢাবির ঘটনা ছাড়াও বাইরের কোন উস্কানি আছে কি না তাও খতিয়ে দেখা হবে। তদন্ত শেষে কমিশন একটি সুপারিশমালা সরকারের কাছে পেশ করবেন।

কমিশনের চেয়ারম্যান সাবেক বিচারপতি হাবিবুর রহমান খান সাংবাদিকদের জানিয়েছেন আজ থেকে প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য নেবেন। যে কেউ নির্ভয়ে কমিশনের দফতরে এসে সাক্ষ্য দিতে পারবেন। তাঁদের সবার কথাই মনোযোগ দিয়ে শোনা হবে।

ঘটনার পর সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ঘটনার পেছনে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষককে গ্রেফতার করে তাদের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে কমিশন চেয়ারম্যান বলেন, নানান জনের নানান মত থাকতে পারে। কমিশন অনুমাননির্ভর কিছু করতে পারবে না। দরকার সাক্ষ্যপ্রমাণ। সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে যা পাওয়া যাবে তাই প্রকাশ করা হবে। যা সত্য তাই গ্রহণ করতে হবে। কমিশনের রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে কিনা জানতে চাইলে কমিশন চেয়ারম্যান বলেন, তদন্ত শেষে তা সরকারের কাছে জমা দেয়া হবে। প্রকাশ করা সরকারের ব্যাপার। জনসমক্ষে প্রকাশ করলেই মঙ্গল হবে।

ইতোমধ্যে কমিশন চেয়ারম্যান দ্বিতীয় দিনের মতো কাকরাইলে স্থাপিত সেন্ট্রাল সার্কিট হাউসের দফতরে অফিস করেছেন। সেখানকার একটি কক্ষে চেয়ার টেবিল বসিয়ে চেয়ারম্যানের জন্য বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে একটি টেলিফোন সংযোগও দেয়া হয়েছে। কমিশন প্রধানকে সহযোগিতা করছেন একজন উপসচিব। তার জন্যও পাশের একটি কক্ষে ফোন-ফ্যাক্স বসিয়ে সাজানো হয়েছে কক্ষটি। মূল ফটকে বসানো হয়েছে পুলিশের প্রহরা।